আজকের কাগজ

118

তারিখ ... 12 MAR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

তাহলে বোর্ড কেন?

বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্রে এর আগে অনেক আবেদন নিবেদন ছাপা হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে। কারো আবেদন ছিলো ৫০০ প্রশ্ন বাতিল করে মূল পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রশ্ন করা হোক, কারো আবেদন ছিলো প্রশ্ন ব্যাংক থেকে ৩০টি ও মূল বই থেকে ২০টি প্রশ্ন করা হোক আবার কারো দাবি ছিলো উভয় পদ্ধতিতে পাসের আলাদা নম্বর থাকা উচিত। দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র হিসেবে আমি এই সিদ্ধান্তগুলোকে আমাদের মতো ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের জন্যে শুভ মনে করি। কিন্তু '৯২ সালের পর থেকে শিক্ষা বোর্ড যেন এব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন। তাদের কাজ দেখে মনে হয় তারা যেন প্রশ্ন ব্যাংকের ব্যবসা করেন, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মোটেও ভাবেন না। আর গণতান্ত্রিক সরকার তা দেখে না দেখার ভান করছেন। ফলে সরকার ও বোর্ডের ঢিলেমির জন্যে তার সাজাও পেতে হয়। সামান্য স্কুল ছাত্রদের বিরুদ্ধে তারা নতিস্বীকার করে। আর যার পরিণতি ১৯৯২ সালের মতো এবারও ৫০০ প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন করা হবে এবং দুই উত্তরপত্র অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক মিলিয়ে মোট তেত্রিশ নম্বর থাকলেই পাস। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের জন্যে মোটেও শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না, যেখানে বেকারত্ব ও নিরক্ষর সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

১৯৯৪ সালে আমার এসএসসি পরীক্ষা দেবার কথা। চারদিক থেকে এ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত শুনতে পারছি। কিন্তু বোর্ড যেন শক্ত পাথরের মতো নির্বাক। কেন বোর্ড ঘোষণা দিচ্ছে না ১৯৯৪ সালের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে? এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা আর কতো দিন থাকবো? শিক্ষার্থীদেরই যদি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করতে হয় তাহলে বোর্ড সারা বছর কি করে? আর ছাত্র-ছাত্রীরাই যখন নিজেদের সুবিধামত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তা বাস্তবায়িত করতে পারে, তাহলে বোর্ড কেন?

মাসুদুল করিম বিশ্বাস,
কেবি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।